তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৪৩

**বিএনপি নির্বাচন এলেই নির্বাচন আতঙ্কে ভোগে**

 **---এনামুল হক শামীম**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল) :

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম বলেছেন, জিয়া বন্দুকের নলের মুখে পেছনের দরজা দিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেছিল। বিচারপতি সায়েমকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল। বিএনপি কখনো সুষ্ঠ ভোটে ক্ষমতায় আসেনি। নির্বাচন এলেই বিএনপি আতঙ্কে ভোগে।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নত শরীয়তপুরের শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘কৃতিনাশা’ আয়োজিত ইফতার মাহফিলপূর্ব আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী বলেন, জিয়া অবৈধভাবে ক্ষমতায় এসে রাজাকার ও বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের পুনর্বাসন করে, এমনকি রাষ্ট্রের উচ্চপদে আসীন করে। অনেক দেশপ্রেমিক, মুক্তিযোদ্ধা ও সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করে। নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য জিয়াউর রহমান অভিনব ‘হ্যা’ ও ‘না’ ভোট করে শতকরা ১০০ থেকে ১২০ ভাগ ভোট পাওয়া দেখায়। যে নির্বাচনে জিয়া একাই প্রার্থী ছিল। নিজেই বিচারকদের আদালতের রায় লিখে দিত। অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে ফাঁসি দিয়েছে। দেশে হত্যা-গুম ও খুনের রাজনীতি চালু করে। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সাক্ষাৎকারই প্রমাণ করে জিয়াই বঙ্গবন্ধু হত্যার মাস্টারমাইন্ড।

উপমন্ত্রী আরো বলেন, জিয়াই প্রথম এ দেশের ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল। জিয়ার শাসনামলে এমন কোনো অপকর্ম নেই সে করেনি। ওই সময় দেশে হত্যা, গুম, ধর্ষণ বেড়ে গিয়েছিল। দেশের সব প্রতিষ্ঠানে অস্ত্রের ঝনঝনানি নিত্য ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। ক্ষমতায় থাকতে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান দেশের সম্পদ লুটেপুটে খেয়েছে, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস করেছে, বিদেশে অর্থ পাচার করেছে। আর ক্ষমতায় না থাকতে পেরে দেশকে অস্থিতিশীল করতে আগুন সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করেছে। তাই দেশের মানুষ আর তাদের ক্ষমতায় দেখতে চায় না।

এনামুল হক শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদৌলতে সারা বাংলাদেশের ন্যায় শরীয়তপুরে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। পদ্মাসেতুর পর মেঘনা সেতু নির্মাণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ চলছে। ভাঙন কবলিত নড়িয়ার পদ্মার পার এখন পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। শরীয়তপুরে শেখ হাসিনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন হয়েছে। শরীয়তপুরে ফোর লেন হচ্ছে। পদ্মার দূর্গম চর নওপাড়া, চরআত্রা, কাঁচিকাটা ও কুন্ডের চরে সাবমেরিন ক্যাবল ও রিভার ক্রসিংয়ের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে। শরীয়তপুরের কৃষিপণ্য (সবজি) এখন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

সংগঠনের সভাপতি মোঃ তাহমিদুর রহমান সিহাবের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক বিজয় খোরশেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. নিজামুল হক ভূইয়া, আর্থ এন্ড এনভায়েরনমেন্টাল সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ জিল্লুর রহমান, শরীয়তপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপকমিটির সদস্য জহির সিকদার।

#

গিয়াস/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/২০১৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                      নম্বর : ১৪৪২

**বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে- ২০২২ এর প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল):

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস) ২০২২ এর প্রাথমিক ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষ্যে ঢাকায় রেডিসন ব্লু হোটেলে একটি অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) সভাটির আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান। সভায় বিডিএইচএস ২০২২ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের প্রাথমিক ফলাফল তুলে ধরা হয়।

এবারের প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, বিগত বছরগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশু স্বাস্থ্যের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২২ সালে শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

ধারাবাহিক তিন বছরের গড় অনুযায়ী, ৫ বছরের নিচে জীবিত শিশু জন্মের পর মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪৩ থেকে ৩১-এ নেমে এসেছে। এক বছরের কম বয়সের শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৫ জন এবং এক মাসের কম বয়সের শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২০ জন। পাঁচ বছরের নিচে শিশুদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, এই হার ৩১ থেকে ২৪ শতাংশে নেমে এলেও কম ওজন নিয়ে জন্ম নেয়া শিশুদের সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন হয়নি।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ সেবাদানকারীর সহায়তায় প্রসবের হার বিগত বছরগুলোর তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালের হিসেব অনুযায়ী ৭০ শতাংশ প্রসবই একজন দক্ষ সেবাদানকারীর সহায়তায় ঘটছে। এছাড়া ৬৫ শতাংশ প্রসব কোনো না কোনো স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে হচ্ছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ৫১ শতাংশ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতাল কেন্দ্রিক প্রসব বাড়ার কারণে সি-সেকশন বা সিজারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭ সালের তুলনায় ২০২২ সাল সিজারের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ শতাংশ থেকে ৪৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। বিগত যে কোনো সময়ের তুলনায় দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী মহিলাদের ক্ষেত্রে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তুলনায় ধনীদের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের পরিমাণ ছয়গুণ বেশি ছিল। ২০২২ সালে দরিদ্রদের তুলনায় ধনীদের সেবা গ্রহণ দ্বিগুণে নেমে এসেছে।

প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, ৮৮ শতাংশ মহিলা অন্তত একবার প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর থেকে গর্ভকালীন বা এএনসি সেবা গ্রহণ করেছেন। যা ২০১৭ সালে ছিল ৮২ শতাংশ। কিন্তু কোভিড চলাকালীন চারবারের অধিক গর্ভকালীন সেবা বা এএনসি গ্রহণ করেছেন এই সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৪১ শতাংশে নেমে এসেছিল।

জন্ম বিরতিকরণ সামগ্রী ব্যবহারের হার বিগত সময়ের চেয়ে ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩ শতাংশ বেড়ে ৫৫ শতাংশ হয়েছে। ২০২২ সালের হিসেব অনুযায়ী মহিলা প্রতি সন্তানের সংখ্যা ২ দশমিক ৩ জন। কিশোরী বয়সেই সন্তান জন্ম দেয়ার হার বিগত বছরগুলোর তুলনায় কমেছে। ২০১৭ সালে এ হার ছিল ২৮ শতাংশ। ২০২২ এ এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩ শতাংশে। অল্প বয়সে বিবাহের হার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। ২০ থেকে ২৪ বছরের মহিলাদের মধ্যে ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে যাবার হার ২০১১ সালে ছিল ৬৫ শতাংশ, ২০১৭ সালে তা কমে দাঁড়ায় ৫৯ শতাংশে এবং ২০২২ সালে তা ৫০ শতাংশে নেমে আসে।

বিডিএইচএস ২০২২ সার্ভের প্রাথমিক ফলাফলে মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। ৯৯ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ আছে। ৯৮ শতাংশ ঘরে কারো না কারো মোবাইল ফোন আছে। ৬০ শতাংশ বাড়িতে উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা আছে। ২০১৭ সালে এ হার ছিল ৪৩ শতাংশ।

অবহিতকরণ সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সাহান আরা বানু, ইউএসএইড-বাংলাদেশের পরিচালক (পপুলেশন, হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন) ক্যারি রাসমুসেন। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর মহাপরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম।

#

মাইদুল/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৪১

**বান্দরবানে শিক্ষাবৃত্তি বিতরণ করলেন পার্বত্য মন্ত্রী**

বান্দরবান, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল) :

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন। আর এই বোর্ডের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়ে তাদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বান্দরবান অরুন সারকী টাউন হল অডিটোরিয়ামে বান্দরবান পার্বত্য অঞ্চলের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে খুবই আন্তরিক এবং সরকারের সদিচ্ছার কারণেই পার্বত্য এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছিলেন আর তারই কারণে আজ এই বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিবছর অসংখ্য মেধাবী শিক্ষার্থী শিক্ষাবৃত্তি পাচ্ছে আর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ নুরুল আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য পরিকল্পনা (উপ-সচিব) মোঃ জসীম উদ্দিন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোঃ ফজলুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ শাহ আলমসহ সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে বান্দরবান জেলার সাত উপজেলা থেকে নির্বাচিত ৭২৫জন মেধাবী শিক্ষার্থীর হাতে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ তুলে দেন মন্ত্রী।

#

রেজুয়ান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭০৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৪০

**বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী প্রকল্প প্রণয়ন করতে হবে**

 **--স্বপন ভট্টাচার্য্য**

ঢাকা,২৮ চৈত্র **(১১** এপ্রিল**):**

বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী প্রকল্প প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

আজ রাজধানীর আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মিলনায়তনে ‘পল্লী প্রগতি কর্মসূচি’ কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রকল্প প্রণয়নে জনসম্পৃক্ততা ও টেকসই উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। নতুন আঙ্গিকে বিচক্ষণতার সাথে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করা যায়।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, জাতির পিতা কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। জাতির পিতার সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সুদৃঢ় নেতৃত্বে উন্নয়নের সকল সূচকে দেশ এগিযে যাচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৩০তম। আমাদের মাথাপিছু আয় পাকিস্তানের প্রায় দ্বিগুণ। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের থেকেও অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে বলে এ সময় মন্তব্য করেন প্রতিমন্ত্রী।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর মহাপরিচালক আ. গাফফার খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মোঃ মশিউর রহমান, এসএফডিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। এছাড়া বিআরডিবির জেলা পর্যায়ের উপপরিচালক ও ইউআরডিওবৃন্দ মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

#

আহসান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৩৯

**ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মজীবী মায়েদের নিশ্চিন্ত কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি করছে**

 **---ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল) :

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মজীবী মায়েদের নিশ্চিন্ত কর্মক্ষেত্রের সুযোগ সৃষ্টি করছে। তিনি বলেন, আজ এখানে অনেক মা উপস্থিত আছেন। এই মায়েদের উপস্থিতিই প্রমাণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সু্যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মপরিকল্পনায় গত দেড় দশকে এদেশের নারীদের-মায়েদের ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আর এসব কর্মজীবী মায়েদের জন্যই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে।

আজ ঢাকায় মালিবাগে স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধান কার্যালয়ের মাল্টিপারপাস হলে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডে-কেয়ার সেন্টার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে এবং একক পরিবারের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক মা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কর্মে যোগ দেয় না। ভাল মানের ডে-কেয়ার সেন্টার হলে তারা চাকুরিতে যোগ দেবে। তিনি বলেন, শিশুর মানসম্মত ও নিরাপদ প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যার জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এসকল বাস্তবতা বিবেচনা করে কর্মজীবী মায়েদের নিশ্চিন্তে কাজে যাওয়া এবং শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ‘শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র আইন, ২০২১’ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি মোঃ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পুলিশের আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল।

স্বাগত বক্তব্য দেন স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি আমেনা বেগম। প্রকল্প পরিচালক শবনম মোস্তারী ডে-কেয়ার সেন্টারটির বিভিন্ন সুবিধা তুলে ধরেন। অভিভাবকদের পক্ষে বক্তৃতা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহমুদা আমাতুল্লা। এসময় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ফরিদা পারভীন এবং অতিরিক্ত সচিব রওশন আরা বেগমসহ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                             নম্বর : ১৪৩৭

**একনেক সভায় ১৩ হাজার ৬৫৫ কোটি ৯৮লাখ টাকার ১১টি প্রকল্প অনুমোদন**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল) :

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) প্রায় ১৩ হাজার ৬৫৫ কোটি ৯৮ লাখ টাকা ব্যয় সংবলিত ১১টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৩ হাজার ১২৯ কোটি ৮৭ লাখ টাকা এবং বৈদেশিক অর্থায়ন ১০ হাজার ৫২৬ কোটি ১১ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক্সপোর্ট কম্পিটিটিভনেস ফর জবস (EC4J) (২য় সংশোধন) প্রকল্প; শিল্প মন্ত্রণালয়ের ‘সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ’ (১ম সংশোধন) প্রকল্প; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ‘বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল সাসটেইনেবিলিটি এন্ড ট্রান্সফরমেশন (BEST)’ প্রকল্প; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ‘বন্যা ব্যবস্থাপনা পুনর্গঠন জরুরি সহায়তা’ প্রকল্প; স্থানীয় সরকার বিভাগের দুইটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘এডিবি’র জরুরি সহায়তায় বন্যা ২০২২-এ ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন’ প্রকল্প এবং ‘বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার পুনর্নির্মাণে জরুরি সহায়তা’ প্রকল্প; সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ‘সিলেট-চারখাই-শেওলা মহাসড়ক উন্নয়ন’ প্রকল্প; রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ‘২০২২ সালের বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সিলেট ছাতকবাজার সেকশন (মিটারগেজ) পুনর্বাসন’ প্রকল্প; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ’ (৪র্থ সংশোধন) প্রকল্প; কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ‘বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন’ (১ম সংশোধন) প্রকল্প; এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ‘একসেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (একসেস)-বাংলাদেশ ফেজ ১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট)’ প্রকল্প।

পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

 সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সিনিয়র সচিব ও সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৩৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা,২৮ চৈত্র **(১১** এপ্রিল**):**

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৫ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ১১৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৬ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৫ হাজার ৫৭৭ জন।

                                                      #

সুলতানা/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৬০১ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৪৩৬

**শুরু হচ্ছে আইসিটি বিভাগ-চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড- ২০২২ এর আবেদন গ্রহণ**

ঢাকা,২৮ চৈত্র **(১১** এপ্রিল**):**

তৃতীয় বারের মতো শুরু হচ্ছে আইসিটি বিভাগ-চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড ২০২২ এর আবেদন গ্রহণ। সম্মাননায় পৃষ্ঠপোষকতা করছে আইসিটি বিভাগের এটুআই, স্টার্টআপ বাংলাদেশ, আইডিয়া ও এজ প্রকল্প। আগামী জুন ২০২৩ পর্যন্ত ২১ ক্যাটেগরিতে আবেদন করতে পারবেন পুরস্কার প্রত্যাশীরা।

আজ তেজগাঁওয়ে চ্যানেল আই হাউজে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড কমিটির প্রধান এবং চ্যানেল আই এর পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ। তিনি আরো জানান, আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে আইসিটি-চ্যানেল আই ডিজিটাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড এর গালা ইভেন্ট।

সংবাদ সম্মেলনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ উপলক্ষ্যে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ও অ্যাপল প্লাস বিনোদনের ধারণাকে পুরোটাই বদলে দিয়েছে। তাই বাংলাদেশও এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে না। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে কনটেন্ট নির্ভর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘আইস্ক্রিন’ বিশ্ব জয় করবে। এ জন্য আইসিটি বিভাগের পক্ষ থেকে সহায়তার আশ্বাস দেন তিনি। এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক চ্যানেল আইকে মেটাভার্সে পরিণত করারও আহ্বান জানান তিনি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, এখন মুভিতে প্রযুক্তি ব্যবহার বেশি হয়। সেই জায়গাটায় আমরা যেতে চাই। এরইমধ্যে আইসিটি বিভাগ থেকে আমরা ‘মুজিব আমার পিতা’ অ্যানিমেশন মুভি তৈরি করেছি। এতে মাত্র ৪৮ মিনিটে বঙ্গবন্ধুর জীবনী তুলে ধরা হয়েছে। এখন আমরা স্টার্টআপ বাংলাদেশ থেকে নিজেরাও একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করছি, তিনি জানান।

তরুণদের সৃজনশীল মেধার বিকাশ ঘটাতেই এই আয়োজন উল্লেখ করে পলক বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশে আমাদের সরকার হবে পেপারলেস ও অ্যাকাউন্টেবল। আর ২০৪১ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক স্মার্ট সমাজ গড়ে তুলতে হলে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব; সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সফল করতে হবে। সেক্ষেত্রে এই অ্যাওয়ার্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

অন্যান্যের মধ্যে এ সময় বক্তব্য রাখেন বিচারক প্যানেল প্রধান ও নাট্যজন আতাউর রহমান।

#

শহিদুল/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৫৩৫

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৩৫

**ইউরিয়া, ডিএপি, টিএসপি ও এমওপি সারের দাম কেজিতে ৫ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল) :

ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি ও এমওপি সারের দাম প্রতি কেজিতে ৫ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কৃষক পর্যায়ে প্রতিকেজি ইউরিয়ার বর্তমান দাম ২২ টাকার পরিবর্তে ২৭ টাকা, ডিএপি ১৬ টাকার পরিবর্তে ২১ টাকা, টিএসপি ২২ টাকার পরিবর্তে ২৭ টাকা এবং এমওপি ১৫ টাকার পরিবর্তে ২০ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে, ডিলার পর্যায়েও প্রতিকেজি ইউরিয়ার বর্তমান দাম ২০ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা, ডিএপি ১৪ টাকার পরিবর্তে ১৯ টাকা, টিএসপি ২০ টাকার পরিবর্তে ২৫ টাকা এবং এমওপি ১৩ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

চলমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বাজারে সারের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সারের আমদানি যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা এবং সারের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারের মূল্য পুনঃনির্ধারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পুনঃনির্ধারিত এ মূল্য গতকাল ১০ এপ্রিল ২০২৩ হতে কার্যকর হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় গতকাল এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিকেজি ইউরিয়া সারের বর্তমান দাম ৪৮ টাকা, ডিএপি ৭০ টাকা, টিএসপি ৫০ টাকা এবং এমওপি ৬০ টাকা। এর ফলে ৫ টাকা দাম বৃদ্ধির পরও সরকারকে প্রতিকেজি ইউরিয়াতে ২১ টাকা, ডিএপিতে ৪৯ টাকা, টিএসপিতে ২৩ টাকা এবং এমওপিতে ৪০ টাকা ভরতুকি প্রদান করতে হবে।

#

কামরুল/মেহেদী/মাহমুদা/কলি/আসমা/২০২৩/১৩৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৩৪

**বিআরটিসি বাসের ঈদ স্পেশাল সার্ভিস**

ঢাকা, ২৮ চৈত্র (১১ এপ্রিল):

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০২৩ উপলক্ষ্যে বিগত বৎসরের ন্যায় এবারও ঘরমুখো মানুষের সহজ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আগামী ১৪ এপ্রিল ২০২৩ হতে ‘ঈদ স্পেশাল সার্ভিস’ এর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)।

০৯ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ হতে বিআরটিসি’র সংশ্লিষ্ট ডিপো হতে অগ্রিম টিকেট বিক্রি শুরু হয় এবং আগামী ২৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ঈদ সার্ভিসের বাস চলাচল করবে। ঢাকাস্থ মতিঝিল, জোয়ারসাহারা, কল্যাণপুর, গাবতলী, মোহাম্মদপুর, মিরপুর, যাত্রাবাড়ি, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো (চাষাড়া) হতে নিন্মবর্ণিত রুটসমূহের (ঢাকা হতে) অগ্রিম টিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

**মতিঝিল বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**ঢাকা-খুলনা, দাউদকান্দি, ডামুড্যা, খাসেরহাট, দিনাজপুর, রংপুর ও নেত্রকোনা রুটে;

**কল্যাণপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-** ঢাকা-ভাঙ্গা রংপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নেত্রকোনা, রানিশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর রুটে;

**গাবতলী ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**ঢাকা-ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, দশমিনা (পটুয়াখালি), আরিচা, রংপুর, দিনাজপুর, আরিচা ও পাটুরিয়া, যশোর রুটে;

**জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**ঢাকা-পয়সারহাট, বিশ্বরোড-পাঁচদোনা, রংপুর, নওগাঁ, জয়পুরহাট, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও বগুড়া রুটে;

**মিরপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**ঢাকা-বরিশাল, রংপুর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ ও নওগাঁ রুটে,

**মোহাম্মদপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-** ঢাক-শরিয়তপুর, ফরিদপুর, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও নওগাঁ রুটে;

**গাজীপুর বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**বিশ্বরোড-পাঁচদোনা, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও কুড়িগ্রাম রুটে;

**যাত্রাবাড়ি বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**ঢাকা-রংপুর, শরিয়তপুর রুটে;

**নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**ঢাকা-গোসাইরহাট, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নীলফামারী, নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা ও পাবনা রুটে;

**নরসিংদী বাস ডিপোর নিয়ন্ত্রণে-**নরসিংদী-মাদারীপুর, চরমুগুরিয়া, রংপুর রুটে।

সম্মানিত যাত্রীসাধারণকে বিআরটিসি’র “ঈদ স্পেশাল সার্ভিস” এর সেবা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) এর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

যাত্রীসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে আগামী ১৮ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ হতে ঢাকার বিভিন্ন ডিপো/টার্মিনালে জরুরি সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে ৬০টি বাস নিম্নলিখিত ডিপোতে/স্থানে স্ট্যান্ডবাই থাকবেঃ স্থানগুলো হলো- সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, মিরপুর ১২ নম্বরস্হ মিরপুর বাস ডিপো, কল্যাণপুর বাস ডিপোর সামনে, নবীনগর, মতিঝিল বাস ডিপোর সামনে, মহাখালী বাস টার্মিনাল, জোয়ারসাহারা বাস ডিপো, মোহাম্মদপুর বাস ডিপো, গাজীপুর চৌরাস্তা, হেমায়েতপুর বাস স্ট্যান্ড এবং চন্দ্রা বাস স্ট্যান্ড। এ সংক্রান্ত তথ্য জানতে নিম্নলিখিত নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ম্যানেজার (অপাঃ) যথাক্রমে মতিঝিল বাস ডিপো-মোবাইলঃ ০১৭১১-৭০৮০৮৯, কল্যাণপুর বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৭১১-৪৩৫২১৩, গাবতলী বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৭৮৪-৫২০৯০০, জোয়ারসাহারা বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৭১১-৩৯১৫১৪, মিরপুর বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৭১১-৩৯২০৮৭, মোহাম্মদপুর বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৭১২-৩৮২১৪৪, গাজীপুর বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৭৫৮-৮৮০০১১, যাত্রবাড়ি বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৯১৯-৪৬৫২৬৬, নারায়ণগঞ্জ বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৭১৫-৬৫২৬৮৩, নরসিংদী বাস ডিপো-মোবাঃ ০১৫৫৩-৩৪৯৫৬৭।

#

ওয়ালিদ/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/৯৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ১৪৩৩

**মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেনের সাথে ড. মোমেনের বৈঠক**

ওয়াশিংটন ডিসি, ১1 এপ্রিল :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গতকাল ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেনের সাথে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে উভয়েই দু’দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

গণমাধ্যমের উপস্থিতিতে দু’দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বিগত অর্ধ শতাব্দির সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে আগামী ৫০ বছরের জন্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ককে বিস্তৃত, গতিশীল ও বহুমুখী উল্লেখ করে ড. মোমেন এই সম্পর্ককে আরো উন্নত, সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসে ‘জয় বাংলা’ দিয়ে শেষ করা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রেরিত উষ্ণ বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানান। বৈঠকে তারা অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব জোরদার ও বহুমুখীকরণ, রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান, জলবায়ু পরিবর্তন, শ্রম অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা এবং নির্বাচনসহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশে শ্রম খাত সংস্কারের চলমান এবং সম্পন্ন হওয়া কাজ সম্পর্কে ব্লিংকেনকে অবহিত করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই প্রচেষ্টাগুলিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হবে বলে আশা প্রকাশ করে ব্লিংকেন বাংলাদেশে শ্রম পরিস্থিতির আরো উন্নতির জন্য দুই দেশের মধ্যে চলমান যৌথ কর্মকাণ্ডের অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বাংলাদেশের উদার বিনিয়োগ ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করতে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি খাতকে বাংলাদেশে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার আহ্বান জানান।

ড. মোমেন মার্কিন সরকারকে কোভিড-১৯ অতিমারি মোকাবিলায় উদার সহায়তা এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সাহায্য অব্যাহত রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির অনুরোধ জানান।

একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের গুরুত্বের ব্যাপারে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একমত প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি দণ্ডপ্রাপ্ত রাশেদ চৌধুরীকে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পুনরায় অনুরোধ জানান ।

বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে প্রেরিত উষ্ণ বার্তার জন্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রেরিত একটি চিঠি হস্তান্তর করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান, ডেপুটি চিফ অফ মিশন ফেরদৌসী শাহরিয়ার, মহাপরিচালক (উত্তর আমেরিকা) খন্দকার মাসুদুল আলম এবং ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাস ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

#

সাজ্জাদ/মেহেদী/সাঈদা/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/৯৩০ ঘণ্টা